ত্রিপুরা সরকার
তথ্য ও সংস্কৃতি অধিকার
****

স-১৬০৬
আগরতলা ,২৫ অক্টোবর, ২০২৪

ঊনকোটি জেলা হাসপাতালে গর্ভবতী মায়ের ঝুঁকিপূর্ণ সিজারিয়ান প্রসব

ঊনকোটি জেলা হাসপাতালের বিশেষজ্ঞ প্রসূতি ও স্ত্রীরোগ চিকিৎসক পেঁচারথল ধনীছড়া এলাকার বাসিন্দা সাগরিকা চাকমা নামে এক গর্ভবতী মহিলার গত ২২ অক্টোবর ঝুঁকিপূর্ণ সিজারিয়ান প্রসব করান। মহিলার প্ল্যাসেন্টা প্রিভিয়া উইথ এপিএইচ ছিল। এই মহিলা মাছমারা প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়মিত প্রাক প্রসব পরীক্ষা নিরীক্ষা করাতেন। গত ২২ অক্টেবর মহিলার বাড়িতে প্রসব ব্যাথা উঠলে তার আত্মীয়-স্বজনরা মাছমারা প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে আসেন। তখন গর্ভবতী মহিলাকে মাছমারা প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রের চিকিৎসক পরীক্ষা করে জানান যে তার অবস্থা জটিল থাকায় এই হাসপাতালে প্রসব করা অসম্ভব। তাই তিনি মহিলাকে দ্রুত ঊনকোটি জেলা হাসপাতালে রেফার করে দেন। ঊনকোটি জেলা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার পর মহিলার স্বামী তাকে হাসপাতালে ভর্তি করাতে চাইছিল না এবং বাড়িতে ফিরিয়ে নিয়ে বাড়িতেই প্রসব করাতে চাইছিলেন। আর এদিকে যত সময় অতিবাহিত হচ্ছিল ততই প্রসব ব্যথায় কাতর মহিলা কষ্ট পাচ্ছিল এবং এই অবস্থায় গর্ভের শিশু সহ মহিলারও প্রাণ সংশয় ছিল। রেগীকে ভর্তি না করে, বাড়িতে ফিরিয়ে নিয়ে যাচ্ছে এই খবর শুনে জেলা পরিবার কল্যাণ আধিকারিক ডাঃ শঙ্খশুভ্র দেবনাথ সহ অন্যান্য স্বাস্থ্যকর্মীরা মহিলার স্বামী ও আত্মীয়স্বজনকে হাসপাতালে সুরক্ষিত প্রসব করানোর হাসপাতালে মহিলাকে ভর্তির করার পরামর্শ দেন। বাড়িতে প্রসবের থেকে হাসপাতালে নিরাপদ ও সুরক্ষিত প্রসবের সুবিধাগুলির ব্যাপারে মহিলার স্বামীকে বুঝিয়ে বলেন। এদিকে হাসপাতালের মেডিক্যাল সুপারিনটেনডেন্ট ডাঃ রোহন পাল মহিলার চিকিৎসার ওষুধপত্র সহ সমস্ত কিছু বিনামূল্যে এই জেলা হাসপাতালে ব্যবস্থা করা হবে বলে জানান। তখন মহিলার স্বামী ও আত্মীয়স্বজনরা মহিলাকে হাসপাতালে ভর্তি করান এবং জেলা হাসপাতালেই প্রসব করানোর সিদ্ধান্ত নেন। তখন সঙ্গে সঙ্গেই হাসপাতালে প্রসূতি ও স্ত্রীরোগ বিভাগে চিকিৎসকরা জরুরী ভিত্তিতে সিজারিয়ান সেকশন পদ্ধতিতে প্রসব করানোর ব্যবস্থা করেন। এদিনই হাসপাতালের প্রসূতি ও স্ত্রীরোগ বিশেষজ্ঞ ডাঃ দেবাশিস দাস মহিলার সফলভাবে সিজারিয়ান পদ্ধতিতে বিকাল ৫.৩০ মিনিট নাগাদ প্রসব করান। শিশুটির ওজন ছিল ৩ কেজি। তাতে অ্যানেসথেসিস্ট ছিলেন ডাঃ রূপময় দাস এবং নার্সিং অফিসার ছিলেন করুণা দেববর্মা ও ওটি টেকনিশিয়ান ছিলেন মিঠুন মল্ল। প্রসবের পর মা ও শিশু দুজনেই বর্তমানে সুস্থ আছেন এবং হাসপাতালেই মা ও শিশুকে বিনামূল্যে ওষুধ সহ অন্যান্য পথ্য দেওয়া হচ্ছে।স্বাস্থ্যকর্মীরা মা সহ পরিবারের অন্যান্যদের নবজাত শিশুর যত্ন ও পরিচর্যায় কি কি করতে হবে সে বিষয়ে বিস্তারিত বুঝিয়ে দেন। এই প্রসবের ক্ষেত্রে সার্বিক ব্যবস্থাপনা করেন ঊনকোটি জেলা হাসপাতালের মেডিক্যাল সুপারিনটেনডেন্ট ডাঃ রোহন পাল। চিকিৎসকদের এই ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণেই গর্ভবতী মহিলার জীবন বেঁচে যায়, আর না হলে মহিলার অবস্থা আরও সংকটজনক অবস্থায় চলে যেত। জেলা হাসপাতালের চিকিৎসকদের এই ধরনের মানবিক ভুমিকায় মহিলার স্বামী সহ আত্মীয়-স্বজনরা আপ্লুত এবং বিনামূল্যে ওষুধপত্র সহ সমস্ত পরিষেবা লাভ করে খুশী। পরিবার কল্যান ও রোগ প্রতিরোধক দপ্তরের অধিকর্তা এক প্রেস রিলিজে এই সংবাদ জানিয়েছেন।

*****